প্রথমবারের মতো ড্রোনে চেপে উড়ল মানুষ

আকাশে উড়তে কার না ইচ্ছে করে! পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়ানোর ইচ্ছে মানুষের বহুদিনের। সেই ইচ্ছে থেকেই বিমান, হেলিকপ্টার আর বেলুনের মতো যুগান্তকারী সব আবিষ্কার। ভিডিওগ্রাফি তৈরি কিংবা স্থির চিত্রের জন্য ড্রোন ক্যামেরায় শুট করার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সেই ড্রোনে চেপে যে, পাখির মতো মানুষও উড়তে পারবে, নির্বিঘ্নে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারবে-তেমনটা ভাবা যায় কী?

হ্যা, শুনতে অবাক লাগলে এমনটা সত্যি হয়েছে। এবার ঈগলের চোখে পৃথিবীকে দেখার সাধও পূরণ হয়েছে মানুষের। নিজ তৈরি ড্রোনে চেপে এক শহর থেকে আরেক শহরে উড়ে এরমধ্যেই তাক লাগিয়ে দিলেন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের হান্টার কোয়াল্ড নামের এক যুবক।

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের শহরে দিব্য ড্রোনে চেপে উড়ার একটি ভিডিয়ো হান্টার তার টুইটারে দিলে মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শোরগোল পড়ে যায় নেটিজেনদের মধ্যে। সবাই অবাক এবং বিস্মিত হয় হান্টারের এমন আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ড দেখে। হান্টার তাঁর আশ্চর্য যানের নাম দিয়েছেন ‘দ্য স্কাই সার্ফার’। ওই যানে চেপে নিজের শহরে উড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

হান্টারের টুইটার একাউন্টে ড্রোনে চেপে উড়নোর এই ভিডিওটি আপলোড করার পরপরই কমেন্ট বক্স ভরে ওঠে কোটি কোটি মানুষের প্রশংসায়। তার আপলোড করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাথায় হেলমেট পরে তিনি উড়ে বেড়াচ্ছেন শহরে। নীচ দিয়ে যাতায়াত করছে অসংখ্য গাড়ি। হঠাৎ করে দূর থেকে দেখে মানুষজন ভাববেন, এই বুঝি হলিউডের কোনো সায়েন্স ফিকশন ছবির দৃশ্য!

তার এমন আশ্চর্যজনক যান আবিষ্কার দেখে সকলের প্রশ্ন জাগে, কি করে এর শুরু, কিংবা কী চিন্তাভাবনা থেকে তিনি এমনটি আবিষ্কার করেছেন! দর্শক ও সাধারণ মানুষের কৌতুহল মেটাতে হান্টার তার টুইটারে এক ভিডিওতে জানান, ছোট থেকেই উড়ার শখ তাঁর। তার বাবা একজন পাইলট, সে থেকে তারমধ্যে নেশা জাগে আকাশে উড়ার। ড্রোনের সব যন্ত্র যোগাড় করতে প্রায় বছরখানেক সময় লেগেছে তার।

একে একে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রাংশ যোগাড় করার পর পুরোদমে ড্রোনটি তৈরিতে মনোযোগ দেন হান্টার। কয়েকবছর চেষ্টার পর যানটি তৈরি করতে সক্ষম হন। প্রথমবার অভিনব যানে উড়ার অভিজ্ঞতা লোমহর্ষক, উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো বলে জানিয়েছেন হান্টার। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে স্নোবোর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে বলেও জানান তিনি।

সূত্র: হিন্দুস্থান টাইমস, সিএনএ

গ্রামীণফোনের সিম বিক্রি নিষিদ্ধ

মানসম্মত সেবা (ভয়েস কল ও ইন্টারনেট) দিতে না পারায় দেশের শীর্ষ মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোনের সিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা-বিটিআরসি।

বুধবার দুপুরে বিষয়টির অনুমোদনের পরে বিটিআরসি এক নির্দেশনা গ্রামীণফোনে পাঠিয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন সিম বিক্রি করতে পারবে না গ্রামীণফোন। গ্রাহকদের মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে পারলেই নতুন সিম বিক্রি করতে পারবে অপারেটরটি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমরা চেষ্টা করেও গ্রামীণফোনের সেবার মান ভালো করার কোনো উদ্যোগ নিতে দেখিনি। তারা গ্রাহক বাড়াবে, কিন্তু সেবার মান বাড়াবে না- এটা হতে দেওয়া যাবে না। যতদিন না তারা সেবার মান ভালো করবে এবং তা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হবে ততদিন গ্রামীণফোনের সিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সত্য জানিয়ে বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মৈত্র বলেন, অপারেটরটি মানসম্মত সেবা দিতে পারছে না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা সিম বিক্রি করতে পারবে না।

বিটিআরসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রামীণফোনের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা (চলতি বছরের মে পর্যন্ত) ৮ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার।

জানুয়ারিতে এআর, ভিআর হেডসেট আনবে অ্যাপল

অবশেষে নির্ভরযোগ্য একজন বিশ্লেষক জানালেন করে আসতে পারে অগমেন্টেড ও ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তৈরি অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত মিক্সড রিয়ালিটি হেডসেট। অনুমানটি প্রকাশ করেছেন সুপরিচিত অ্যাপল বিশ্লেষক মিং-চি কুয়ো।

হেডসেটটি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আসার বিষয়টি অ্যাপল বিশ্লেষক কুয়ো’র নতুন একটি নোটে দেখেছে প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট ৯টু৫। ওই নোটে কুয়ো বলছেন, হেডসেটটি অ্যাপলের নকশা করা সবচেয়ে ‘কঠিন পণ্য’। তবে, ‘হেড-মাউন্টেড ডিসপ্লে’র বাজারে প্রতিষ্ঠানটিকে ‘দ্রুত এগোতে’ সাহায্য করবে হেডসেটটির উন্মোচন। অ্যাপল হেডসেট উন্মোচনের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে এটিই কুয়োর প্রথম অনুমান নয়।

তবে, আগের সব অনুমানে তুলনামূলক বিস্তৃত সময়কাল উল্লেখ করেছেন তিনি।২০২১ সালে তিনি বলেছেন, হেডসেটটি ২০২২ সালের কোনো এক সময় উন্মোচিত হতে পারে। গেল মে মাসেও তিনি অনুমান করেন, ২০২৩ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের কোনো এক সময়ে আসতে পারে হেডসেটটি।

শত চেষ্টার পরেও হ্যাক হবে না অ্যাকাউন্ট, কিভাবে জানুনশত চেষ্টার পরেও হ্যাক হবে না অ্যাকাউন্ট, কিভাবে জানুন
অ্যাপলের হেডসেট উন্মোচনে কুয়োর অনুমানই সঠিক হবে, বিষয়টি এমন নয়। কারণ, অ্যাপল তাদের পরিকল্পনা পাল্টাতে পারে অথবা কুয়োর সংশ্লিষ্ট সূত্রও ভুল হতে পারে। তবে, অ্যাপল বিষয়ে কুয়োর ভবিষ্যদ্বাণীই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সঠিক বলে প্রমাণিত।

নির্দিষ্ট মাস উল্লেখ করার বিষয়টিকে বিশ্লেষকের ‘গভীর আত্মবিশ্বাস’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভার্জ। অ্যাপলের হেডসেটের কার্যক্রম নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কুয়োর

এই অনুমান। ওই সব প্রতিবেদন অনুযায়ী, মে মাসের শুরুতে অ্যাপল পরিচালনা পর্ষদে দেখানো হয়েছে হেডসেটটি।

হেডসেটে ‘রিয়ালিটিওএস’ সফটওয়্যার ব্যবহার ও অ্যাপলের ট্রেডমার্ক অ্যাপে এটি দেখানোর কথা উল্লেখ রয়েছে প্রতিবেদনে। সম্প্রতি অগমেন্টেড রিয়ালিটি হেডসেট নিয়ে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন অ্যাপল সিইও টিম কুক।

গিগাবাইটের নকল পণ্য বর্জনের আহ্বান

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রির দোকানে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের নকল ও রিফারবিশড পণ্য বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে এবং এ নিয়ে ক্রেতা সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। কারণ পণ্যটি কেনার পর এর কাঙ্ক্ষিত পারফমেন্স পাওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে গিগাবাইট বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মোহাম্মদ আনাস খান জানান, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে কপি করে বাজারে এনে বিক্রি করছে এবং ক্রেতাদেরকে ঠকাচ্ছেন।

তিনি জানান, ব্যক্তিগত কম্পিউটারটি মনের মতো করে সাজাতে যেকোনো নকল ব্র্যান্ড ও রিফারবিশড পণ্যকে এড়িয়ে চলতে হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই। বিশেষ করে কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, মূল স্টোরেজ কম্পোনেন্ট হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ কেনার সময় অবশ্যই অরিজিনাল পণ্যটি বাচাই করুন, না হয় এ দুইটা পণ্যের যেকোনো একটা পণ্য যদি নিম্ন মানের হয়, সে ক্ষেত্রে ওই একটা নকল পণ্যই আপনার কম্পিউটিং জীবনকে বিষাদময় করে তুলবে।

গিগাবাইট ব্র্যান্ড এর যেকোন পণ্য কেনার আগে অবশ্যই স্মার্ট ওয়ারেন্টি হলোগ্রাম যুক্ত স্টিকার দেখে ক্রয় করবেন। যে পণ্যে এই স্টিকার পাবেন না, সঙ্গে সঙ্গে সেই পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান আনাস খান ।

রাশিয়ায় উইন্ডোজ ১০ ও ১১ ডাউনলোড বন্ধ

কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই রুশ ব্যবহারকারীদের জন্য উইন্ডোজ ১০ ও ১১ ডাউনলোডের সুযোগ তুলে নিচ্ছে মাইক্রোসফট। তবে আইপি অ্যাড্রেস পরিবর্তন করে এখনো অনেক ব্যবহারকারী মাইক্রোসফটের এ অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড করতে পারছেন।

ইউক্রেন আগ্রাসনের অব্যবহিত পর গত মার্চে রাশিয়ায় নতুন করে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি বন্ধ ঘোষণা করে মাইক্রোসফট। তার তিন মাস বাদে রাশিয়ায় বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটির চারশরও বেশি কর্মী ছাঁটাই করা হয়।

গত সপ্তাহে কর্মী বহর ছোট করার ঘোষণার পর থেকে উইন্ডোজ ডাউনলোডে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন রুশ ব্যবহারকারীরা। কোনো নির্দিষ্ট ডাটা প্রোভাইডারই নয়, বরং সব রুশ ব্যবহারকারীর জন্যই এ সমস্যা হচ্ছে। কাজাখস্তানের কিছু ব্যবহারকারীও সম্প্রতি উইন্ডোজ ডাউনলোডে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

প্রযুক্তি নিয়ে ভালো ধারণা রয়েছে এমন ব্যবহারকারীরা ভিপিএন ব্যবহার করে ও আইপি অ্যাড্রেস পরিবর্তন করে মাইক্রোসফট ওয়েবসাইট থেকে উইন্ডোজ ১০ ও ১১ ডাউনলোড করছেন বলে জানা গেছে।

স্ট্যাটকাউন্টারের বরাতে জানা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ। ২০২২ সালের মে মাসে বিশ্বের ৭৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ ডেস্কটপ ব্যবহারকারী এ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেছেন। ১৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ হিস্যার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্থান অ্যাপলের ম্যাকওএসের। তৃতীয় স্থানে থাকা লিনাক্স সিস্টেমসের বাজার হিস্যা ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

এই অ্যাপগুলো স্মার্টফোনে থাকলেই বিপদ

স্মার্টফোনে ব্যক্তিগত তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবার পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করেন অনেকেই। আর তাই অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়ে ই-মেইল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর থেকে শুরু করে ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করে সাইবার অপরাধীরা।

প্লে স্টোরে এমনই ক্ষতিকর ১৭ অ্যাপের সন্ধান দিয়েছে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ‘ডিথ্রি ল্যাব’। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, অ্যাপগুলোর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কেউই সচেতন নন। গুগলের নিরাপত্তাব্যবস্থার চোখ এড়িয়ে প্লে স্টোরে জায়গা করে নেওয়ায় ব্যবহারকারীরাও নিশ্চিন্তে অ্যাপগুলো ব্যবহার করেন।

নিরাপত্তা গবেষকদের কাছ থেকে জানতে পেরে এরই মধ্যে প্লে স্টোর থেকে ক্ষতিকর অ্যাপগুলোর বেশির ভাগই মুছে ফেলেছে গুগল। তবে ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোনে থাকা অ্যাপগুলো এখনো তথ্য সংগ্রহ করে পাচার করতে সক্ষম। আর তাই ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোন থেকে অ্যাপগুলো দ্রুত মুছে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

ক্ষতিকর ১৭ অ্যাপ হলো ডকুমেন্ট ম্যানেজার, কয়েন ট্র্যাক লোন-অনলাইন লোন, কুল কলার স্ক্রিন, পিএসডি অথ প্রটেক্টর, আরজিবি ইমোজি কি–বোর্ড, ক্যামেরা ট্র্যান্সলেটর প্রো, ফাস্ট পিডিএফ স্ক্যানার, এয়ার বেলুন ওয়ালপেপার, কালারফুল মেসেঞ্জার, থাগ ফটো এডিটর, অ্যানিমে ওয়ালপেপার, পিস এসএমএস, হ্যাপি ফটো কোলাজ, পেলেট মেসেজেস, স্মার্ট কি–বোর্ড, ফোরকে ওয়ালপেপারস এবং অরিজিনাল মেসেঞ্জার।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ক্ষতিকর অ্যাপ থেকে রক্ষা পেতে অ্যাপ নামানোর আগেই নির্মাতাদের বিষয়ে অনলাইনে খোঁজখবর নিতে হবে। জানতে হবে অ্যাপটির বিষয়ে অন্য ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাও। অনলাইনে পাওয়া

অপরিচিত লিংকে ক্লিক করে অ্যাপ নামানো থেকেও বিরত থাকতে হবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, ফোন অ্যারেনা

গুগল সার্চে আশানুরূপ ফল পাবার কৌশল

বার বার চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না আশানুরূপ ফল। গুগল সার্চে গিয়েও হতাশ হতে হয় গ্রাহককে। ওয়েবে সঠিক জিনিস সার্চ করার রয়েছে নির্দিষ্ট পদ্ধতি। বেশিরভাগ গুগল ইউজারই সেই নির্দিষ্ট শব্দ বা কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানেন না। জেনে নিন এমন কিছু পরামর্শ, যা দ্রুত আপনাকে গুগলে সার্চ রেজাল্ট পেতে সাহায্য করবে। নিচে দেওয়া রইল সেই টিপস ও ট্রিকস—

১. বার বার সার্চের পরেও যা চাইছেন না পেলে শব্দগুলোকে আরও বেছে ছোট করুন। ধরুন, আপনি কোনও ব্যক্তির নাম খুঁজতে চান, সার্চ রেজাল্টে সেই নামে শহর বা কোম্পানির নাম দেখতে চান না, তাহলে নামের আগে হাইফেন লাগিয়ে সার্চ করলে গুগল আপনাকে নামের ফলাফল দেখাবে।

২. আপনি যদি কোনও ওয়েবসাইটের মতো অন্যান্য ওয়েবসাইট খুঁজে পেতে চান, তাহলে আপনি এর জন্য ‘realed’ অপারেটর ব্যবহার করতে পারেন।

৩. যদি আপনার কোনও ছবির আরও রেফারেন্সের প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রথমে এটি আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড করুন। তারপর গুগল ইমেজের সার্চ বারে টেনে আনুন। এর সঙ্গে সেই চিত্র সম্পর্কিত সার্চের ফলাফলে একই ধরনের আরও ছবি পাবেন। উপরন্তু, সার্চ বারে ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করে প্রাসঙ্গিক ছবির URL পেস্ট করুন অথবা সরাসরি আপনার কম্পিউটারে আপলোড করুন।

৪. আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট নামের পিডিএফ ফাইল খুঁজে পেতে চান, তাহলে আপনার ‘ফাইল টাইপ’ অপারেটরটি সার্চে যোগ করা উচিত।

৫. যদি আপনাকে একই শব্দ বার বার গুগলে সার্চ করতে হয়, তাহলে এর জন্য আপনি গুগল অ্যালার্ট সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। মনে

রাখবেন, যখনই আপনি এতে আপনার সার্চের শব্দটি এন্টার করবেন, এর সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন কিছু আসবে। আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এর সম্পর্কে তথ্য পেতে থাকবেন পাবেন।

সেকেন্ডে পৃথিবীর সমান ভর গিলছে যে ব্ল্যাকহোল

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল জ্যোতিপদার্থবিদ মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন।

কৃষ্ণগহ্বরটি এতই দ্রুত বর্ধনশীল যে এটি প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীর সমান মহাজাগতীয় বস্তু গিলে খাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোলটির নাম দিয়েছেন জে-১১৪৪।

গবেষক দলটি ব্ল্যাকহোলটিকে ‘খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজে পাওয়ার’ মতো ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি মানমন্দিও থেকে গবেষক দলটি ওই ব্ল্যাকহোল পর্যবেক্ষণ করেন। তারা বলছেন, ব্ল্যাকহোলটি বিগত ৯০০ কোটি বছরের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং এটির ভর আমাদের সৌরজগতের সূর্যের মতো ৩০০ কোটি সূর্যের ভরের সমান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ব্ল্যাকহোলের চারপাশের গ্যাস বলয় এতই উজ্জ্বল যে তা আমাদের ছায়াপথের সব আলোর সম্মিলিত উজ্জ্বলতার চেয়েও ৭ হাজার গুণ বেশি।

জে-১১৪৪ সর্বপ্রথম দেখতে পান অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষক দলের সদস্য আদ্রিয়ান লুসি। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পিএইচডি করছেন। ব্ল্যাকহোলটি আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেওয়া অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ক্রিস্টোফার অনকেন বলেছেন, ‘জ্যোতিপদার্থবিদরা গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এমন একটি ব্ল্যাকহোলের সন্ধান করেছেন। কিন্তু তারা এর আগে যা পেয়েছেন সেগুলো খুবই অনুজ্জ্বল কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে

তারা এই উজ্জ্বল ব্ল্যাকহোলটিকেই পাশ কাটিয়ে গেছেন।’

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বৃহৎ এই ব্ল্যাকহোলটি অন্তত দুটি বড় আকারের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের একীভূত হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে। সাধারণত, অনেক বেশি ভরের নক্ষত্রগুলোর জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার পর মহাকর্ষ বলের প্রভাবে নিজের ওপরই চুপসে যায়, তখন সেগুলো ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। ব্ল্যাক হোলের ঘনত্ব হয় অত্যন্ত বেশি, ফলে আকারের তুলনায় ভর হয় অবিশ্বাস্য।

বিটকয়েনের বাজারে ধস

ধস নেমেছে ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনের বাজারে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে প্রথমবারের মতো ২০ হাজার মার্কিন ডলারের নিচে নেমে গেছে বিটকয়েনের মূল্য।

গত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন হয়েছে বিটকয়েনের। মূলত আর্থিক নীতির সম্ভাবনার মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজারের অভিমুখ নিম্নমুখী হয়ে পড়ায় এই দরপতন হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

ব্লুমবার্গের তথ্য অনুসারে, বাজার মূল্যের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা বিটকয়েনের মূল্য শনিবার বিকেলে ১৩.৭ শতাংশেরও বেশি কমে যায়। এতে করে এর মূল্য ১৭ হাজার ৫৯৩ ডলারে নেমে আসে। যার ফলে গত ১৮ মাসে সবচেয়ে কম বাজারদরে পৌঁছেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ক্রিপ্টোকারেন্সিটি। ২০২১ সালের জানুয়ারির পর সামগ্রিক বাজারমূল্য কমে গেছে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের নিচে।

এ দিকে বিটকয়েনের পর সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ইথিরিয়ামও ধসের সম্মুখীন হয়েছে। চলতি বছরে ৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে এই মুদ্রার বাজারদর এখন ১ হাজারের ঘরে।

বিশ্লেষকদের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সির দামের পতন শেয়ার বাজার এবং অন্যান্য সম্পদের দামের পতনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশের

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আর্থিক নীতিকে ক্রমশ কঠোর করে চলেছে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কোনো মৌলিক নীতি নেই। শেয়ার বাজারের তুলনায় ব্যাপক অস্থিরতা কাজ করে এখানে। এর ফলে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে কেন্দ্র করে একটি বাবেল তৈরি হয়েছে। যার ফলে এমন ভয়াবহ পতন।

উল্লেখ্য, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের ভার্চুয়াল মুদ্রা। যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে বর্তমানে এ ধরনের মুদ্রার সংখ্যা আট হাজারের বেশি এবং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে বিটকয়েন। রেকর্ড দরপতনের আগে বিটকয়েনের মূল্য ছাড়িয়েছিল ৬৮ হাজার মার্কিন ডলার।

স্মার্টফোনের গতি কমায় যেসব অ্যাপ

শখের বসে নামকরা ব্র্যান্ডের দামি স্মার্টফোন কিনেছিলেন আনিলা তাবাসসুম। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাপ ব্যবহারের পাশাপাশি ইউটিউব এবং ছবি সম্পাদনার কাজেই বেশি মুঠোফোন ব্যবহার করেন তিনি। কিন্তু কেনার কিছুদিন পরই তাঁর মুঠোফোনটির গতি যায় কমে। শুধু তা–ই নয়, অ্যাপ চালু হতে বেশি সময় নেওয়ার পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই মুঠোফোনটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আনিলা তাবাসসুমের মতো এ সমস্যা আমাদের অনেকেরই হয়ে থাকে। কিন্তু কেন হয়

এ সমস্যা? কারণ, শখের বসে বা কাজের প্রয়োজনে আমরা মুঠোফোনে যেসব অ্যাপ ইনস্টল করেছি সেগুলোর বেশ কয়েকটি ব্যবহার না করলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে। ফলে আমাদের মুঠোফোনের গতি কমে যায়। মুঠোফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু থাকা অ্যাপগুলো নিচে দেওয়া হলো।

মুঠোফোনে ইনস্টল থাকা অ্যাপ

নতুন কেনা মুঠোফোনে বেশ কিছু অ্যাপ ইনস্টল করে দেয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। আগে থেকে ইনস্টল করা অ্যাপগুলোকে বলা হয় ব্লোটওয়্যার। অ্যাপগুলো আমরা ব্যবহার না করলেও মুঠোফোনে চালু থাকায় অতিরিক্ত মেমোরি খরচ হতে থাকে। যেসব অ্যাপ মুঠোফোনের সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলো মুছে ফেললে মেমোরির ওপর চাপ কমবে। ফলে গতি বাড়বে মুঠোফোনের।

স্ন্যাপচ্যাট
মুঠোফোনের গতি কমানো অ্যাপগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জনপ্রিয় বার্তা বিনিময়ের অ্যাপ স্ন্যাপচ্যাট। আপনি ব্যবহার না করলেও অ্যাপটি সব সময় চালু থাকে এবং আপনার অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে বেশি মেমোরি ব্যবহারের পাশাপাশি মুঠোফোনের ব্যাটারির ক্ষমতাও কমিয়ে দেয় অ্যাপটি। এ জন্য স্ন্যাপচ্যাটের লাইভ লোকেশন সুবিধা ব্যবহার না করাই ভালো। লাইভ লোকেশন বন্ধ করার জন্য স্ন্যাপচ্যাটের Settings অপশনে প্রবেশ করে Who Can ট্যাব থেকে See My Location-এ Ghost Mode নির্বাচন করতে হবে।

ফেসবুক
মুঠোফোনে আমরা প্রায় সবাই ফেসবুক ব্যবহার করি। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাপটি আমাদের মুঠোফোনের গতি কমিয়ে দেয়। চালু না থাকলেও অ্যাপটি আপনার সব তথ্য সব সময় সংগ্রহ করতে থাকে। মুঠোফোনে চালু থাকায় মেমোরি ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যাটারির চার্জও দ্রুত কমিয়ে দেয় অ্যাপটি।

মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রাম
ফেসবুকের মতোই সব সময় চালু থাকে মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রাম। অর্থাৎ আপনি লগ–ইন না করলেও সেগুলো গোপনে মুঠোফোনে চালু থাকে এবং আপনার তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে।

ম্যাপস অ্যাপ
পথের ঠিকানা বা রাস্তায় জ্যামের তথ্য জানতে আমরা অনেকেই অ্যাপল ম্যাপস ও গুগল ম্যাপস ব্যবহার করি। অ্যাপগুলো সব সময় আমাদের অবস্থান শনাক্ত করতে থাকে। কারণ, অ্যাপগুলোর প্রধান কাজই হচ্ছে আপনার অবস্থান জেনে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের পথের ঠিকানা জানানো। ফলে মুঠোফোনের মেমোরি ও ব্যাটারি বেশি খরচ হয়।

ইউটিউব ও নেটফ্লিক্স
মুঠোফোনে ইউটিউব ও নেটফ্লিক্স অনেকেই ব্যবহার করেন। ভিডিও

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] Connections- [illegible] Mobile data usage [illegible] Allow background data usage— [illegible] Apps & notifications [illegible] all apps— [illegible] Storage & cache [illegible] Clear cache— [illegible]